পাঠক ফোরাম

তারেক জিয়ার দোয়েল হত্যা

৮ ফেব্রুয়ারি নাটোরে বগুড়া, জয়পুরহাট ও নাটোরের ইউনিয়ন প্রতিনিধিদের এক সম্মেলন হয়। সম্মেলনে তারেক জিয়া সভাপতিত্ব করেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে তিনি পাখি উড়িয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। তবে এ পাখি সাধারণ পায়রা নয়। পাখিগুলো ছিল এদেশের জাতীয় পাখি দোয়েল। বাংলাদেশে বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও মানুষের হিংস্রতায় আজ এ পাখিটি হুমকির সম্মুখীন। এ অবস্থায় এই পাখিগুলো ধরে আবারো কিছু দোয়েল হত্যা করা হলো। কারণ দোয়েল পাখি তার আবাসস্থলে কয়েক কিলোমিটারের মধ্যে ঘোরাফেরা করে। সে উড়ে তার আবাসস্থলের বেশি দূর যায় না। আর ঐ জায়গাটুকুই হলো তার জগৎ। এই কটি দোয়েল পাখি হয়তো নাটোরের কোনো গ্রাম থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। পাখিগুলো নাটোর শহরে ছেড়ে দেরার পর এগুলো নতুন জায়গা কিছুই চিনতে পারবে না। কোথায় তার খাবার পাওয়া যাবে তা সে জানে না। সবচেয়ে বড় কথা হলো, ছাড়া পাবার পর পাখিগুলো জীবন বাঁচাতে বিভিন্ন দিকে ছুটে যায়। ফলে তারা খুব দ্রুত একে অন্যেরগুলো থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এই পাখি নতুন পরিবেশে মানিয়ে নিতে বা খাবারের উৎস খুঁজে পেতে যে কটা দিন লাগবে, সে সময়ে পাখিগুলো থাকবে না খেয়ে। তাছাড়া প্রকৃতি নতুন অতিথিকে সহজে গ্রহণ করে নিতে চায় না। তাই তার জীবন খুব সহজেই পড়বে হুমকির মুখে এবং দু চার দিনেই পাখিগুলো মারা যাবে। আশা করি, আমাদের দেশের রাজনীতিবিদগণ এ ধরনের নতুন নতুন কর্মকান্ড করার আগে তার প্রতিক্রিয়া একটিবার ভেবে দেখবেন।

রহিমা হোসেন, নবোদয় হাউজিং, মোহাম্মদপুর, ঢাকা

ফেরাতে চাই

তরুণ-তরুণীরা দেশের প্রাণশক্তি। কিন্তু মানিকগঞ্জ জেলার একি পরিণতি! অধিকাংশ তরুণ আজ dbkvM¯| সেসব তরুণের মধ্যে কেউ স্কুলের ছাত্র, কেউ কলেজের কিংবা কেউ বেকার। মানিকগঞ্জ জেলার প্রতিটি থানা-ইউনিয়নের তরুণরা আজ শিক্ষা ছেড়ে নেশার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। বিনষ্ট করছে নিজেদের সুন্দর ভবিষ্যৎ, ভেঙ্গে দিচ্ছে বাবা-মার স্বপ্ন, আশা। গাঁজা আফিম, হেরোইন, প্যাথেড্রিন, ফেনসিডিল এসব কারণে মানিকগঞ্জ জেলার প্রতিটা পরিবারের মনে আজ আতঙ্ক। আমাদের চোখের সামনে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে হাজারো তরুণ। তাদের জন্য কি আমাদের কিছুই করার নেই? আমরা কি কখনোও প্রশ্ন করেছি কোথা থেকে আসছে এই নেশা দ্রব্য? কারা সেই লোক যারা দেশের হাজারো তরুণী-তরুণীকে ধ্বংস করার জন্য নেশা জাতীয় দ্রব্য বাংলাদেশে পাঠায়?

রূপা রোকন, মানিকগঞ্জ

সড়কের আত্মকথন

আমি একটি সড়ক। আর কয়দিন পরই আমি ভূমিষ্ঠ হতে যাচ্ছি। যেখানে-সেখানে আমার জন্ম নয় খোদ রাজধানী ঢাকায়। পুরনো ঢাকার দেবদোলাই ও জিরানী খাল একত্রে হয়ে আমি ওদের ওপর গড়ে উঠেছি। ধলপুর, সায়েদাবাদ, দয়াগঞ্জ, মীর হাজারীবাগ হয়ে দোলাইপার পর্যন্ত আমি বিস্তৃত। তাই দেবদোলাই ও জিরানী খালই আমার ঠিকানা। আমার তত্ত্বাবধানে আছে নাজমা কনস্ট্রাকশন। বর্তমানে আমার বুকে কার্পেটিং অর্থাৎ পিচ ঢালার কাজ চলছে। এরপর হবে ড্রেন, আইল্যান্ড ট্রাইঙ্গল, বিদ্যুৎ লাইনের কাজ। আমার যাবতীয় খরচ বহন করছে সিটি করপোরেশনের পরিবেশ উন্নয়ন বিভাগ। এখন আমার দুপাশে যারা বসবাস করছেন আপনাদের কাছে আমার একটি আরজি আছে, অনেকেই অবৈধ স্থাপনাদি গড়ে তুলেছেন যখন আমি খাল ছিলাম। কিন্তু ভাইয়েরা এখন আমি আর খাল নই রীতিমতো রাস্তা হতে চলেছি। তাই দখলকৃত জায়গা জমি ছেড়ে দিয়ে আমাকে পূর্ণাঙ্গ সড়ক হতে সাহায্য করুন। আমি ২১ মিটার প্রস্থ ও দৈর্ঘ্য ২২০০ মিটার। বারবার আপনাদের তাগাদা দেবার পরও আপানারা সড়কের জমি ছাড়ছেন না। আপনারা আমার নিকটতম প্রতিবেশী। আপনারা যদি আমার দুপাশের জমি না ছাড়েন তাহলে আমার জন্মের ত্রুটি রয়েই যাবে। আর দশটা সড়কের মতো রুগ্‌ণ ক্ষত বিক্ষত রাস্তা হয়ে জন্ম আমার যেন না হয়। জন্মের কিছুদিন পরে ভাঙা চোরা সুরকি ওঠানোর ম্যাকাডম ওঠানো সেই রকম অবস্থা আমি চাই না, আমার দুই হাত ফুটপাত যেন হকার দখল না করে আমার বুকে যেন জনসভা না হয় মিছিলে পুলিশের গুলিতে আমার রাস্তা যেন লাল রক্তে রঞ্জিত না হয়, কিংবা দুর্ঘটনা ঘটে আমার ওপর হোন কেউ মৃত্যু বরণ না করে বা আহত না হয়।

শাহাবুদ্দিন শান্ত, এনসিসি গ্রুপ ইউটিসি ভবন, পান্থপথ, ঢাকা

চলচ্চিত্র শিল্প

চলচ্চিত্র থেকে অশ্লীলতা নির্মল করার লক্ষে বহু কমিটি সভা সমাবেশ মিটিং মিছিল হচ্ছে। বাস্তবে তার ফলাফল হয়েছি কি? যারা মিটিং মিছিল করে তাদের অধিকাংশে ছবিতে অশ্লিল দৃশ্য ও কাটপিস থাকে। তাদের পনের বছর আগের দর্শকদের রুচি আর বর্তমান দর্শকদের রুচিতে বহু তফাৎ তার এক মাত্র কারণ আকাশ সংস্কৃতি। যেখানে মাসে ২শ টাকা খরচ করে ঘরে বসে ২৪/২৫টি চ্যানেল দেখা যায় সেখানে ১/২শত টাকার খরচ করে সিনেমা হলে গিয়ে ছবি দেখার প্রয়োজন পড়ে কি? বাংলাদেশে বহু সিনেমা হল দর্শক শূন্যতার কারণে বন্ধ হয়ে গেছে। বর্তমানে হলের যে অবস্থা যাচ্ছে এভাবে চলতে থাকলে আস্তে আস্তে আরো বহু সিনেমা হল বন্ধ হয়ে যাবে। এই শিল্পকে বাঁচাতে হলে জরুরি ভিত্তিতে কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে হবে। আর তা না হলে সিনেমা শিল্প ধ্বংস হয়ে যাবে। ভিডিও পাইরেসি বন্ধ করতে হবে। হলের টিকেটের দাম কমাতে হবে। সিনেমা হলের ভ্যাট, ট্যাক্স কমাতে হবে। সিনেমা হলের পরিবেশ ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা জরুরি। দেশের প্রতিটি সিনেমা হলসহ সারাদেশে পোস্টারিং করতে হবে অশ্লীলতার বিরুদ্ধে, পোস্টারে লেখা থাকতে হবে আপনার পাশের সিনেমা হলে অশ্লীল ছবি প্রদর্শিত হচ্ছে কি? অশ্লীল বা কাটপিসযুক্ত ছবি প্রদর্শিত হয়ে থাকলে তাহলে দয়া করে আপনার নিকটস্থ থানায় অথবা এফডিসির ওমুক ঠিকানায় ফোনে (যে দায়িত্বে থাকবে তার নাম ঠিকানা ফোন মোবাইল নম্বরসহ) জানান। যদি জানানো হয় তাহলে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করলেই সিনেমা ব্যবসা চাঙ্গা করা সম্ভব।

মোঃ রমজান কলি, গোকর্ণ ঘাট (দক্ষিণ পাড়া), ব্রাহ্মণবাড়িয়া

বাল্যবিবাহ

বাল্যবিবাহ বন্ধের জন্য বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন সময় বিভিন্ন আইন তৈরি করেছে, কিন্তু এখনো আমাদের দেশে বাল্যবিবাহ একেবারে শেষ হয়ে যায়নি। আইনের ফাঁকফোকর বের করে এখনো আমাদের দেশে অহরহ বাল্যবিবাহ হচ্ছে। দাদীর কাছে শুনেছি, আমার দাদী যখন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রী তখন তাকে স্কুল থেকে ডেকে এনে বিয়ে দিয়ে দিল, বিয়ে কি তিনি তখন বোঝেননি। ৭০-৮০ বছর আগে ব্যাপারটা স্বাভাবিক মনে হলেও বর্তমান যুগে যদি এমন ঘটনা ঘটে তাহলে ব্যাপারটা অস্বাভাবিকতা ছাড়া আর কিছু নয়। অথচ এমনই পরপর দুটি ঘটনা ঘটেছে আমাদের গ্রামে এবং আমাদেরই পাড়ায়। ছেলেটির বয়স ১০-১২ বছর। শখ করে তার মা-বাবা বিয়ে ঠিক করে তারই মামাতো বোনের সঙ্গে এবং ধর্মীয় শরিয়াহ মোতাবেক তাদের বিয়ে দেয়া হলো। তাও আবার ছেলের বাবার ৮ হাজার টাকা দাবি পূরণ করতে হয় কনের অভিভাবককে। আইনি জটিলতায় পড়ার ভয়ে এই

স্টেডিয়াম যখন গণশৌচাগার

ক্রীড়া ও ক্রীড়ামোদীদের জন্য দুটি দুঃখজনক ঘটনা। এক. রাজশাহীতে বিএনপির ইউনিয়ন প্রতিনিধি সম্মেলনের জন্য জেলা স্টেডিয়াম খুঁড়ে গণশৌচাগার। ১৫টি শৌচাগার, ৩৫টি প্রস্রাবখানা, খাবারের হোটেল ইত্যাদি। দুই চট্টগ্রাম বিএনপি ইউনিয়ন প্রতিনিধি সম্মেলনের জন্য বাংলাদেশের প্রথম টেস্ট জয়ের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস ধারণকারী আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ভেন্যু এম এ আজিজ স্টেডিয়ামে আড়াই হাজার গর্ত খোঁড়া হয়েছে। ধিক্ ধিক্। আমাদের দেশের তথাকথিত রাজনীতিবিদরা দেশকে বিশ্বের কাছে হেয় করছে, ছোট করছে। আজ ক্রীড়াঙ্গনে রাজনীতির এমন কলুষ কর্মকান্ড ক্রীড়ার জন্য মঙ্গলজনক নয়। রাজনীতিবিদ (!) অনুরোধ, দয়া করে ক্রীড়াঙ্গন থেকে একশ' হাত দূরে থেকে আপনাদের রাজনীতি করুন। ভাবতে অবাক লাগে, আমাদের ক্রীড়ামন্ত্রী ও ক্রীড়া কর্মকর্তা থাকতে জাতীয় স্টেডিয়াম গণশৌচাগারে পরিণত হয় কি করে।

রতন কুমার প্রসাদ, গ্রিন রোড, ঢাকা

বাচ্চা ছেলে ও মেয়েটিকে সাবালক-সাবালিকা বানিয়ে বিয়ে দেয়া হলো, সায় দিল সমাজ। তাহলে এর সমাধান দেবে কে? অপর ঘটনাটি অবশ্য রোমান্টিক। ছেলেটি ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ে, তার নাম জহির উদ্দিন আর মেয়েটি পড়ে পঞ্চম শ্রেণীতে, তার নাম রেহানা। এই কচি বয়সে যতটুকু লেখাপড়া শিখেছে, তারা এটাকে কাজে লাগায় নিজেদের মধ্যে প্রেমপত্র আদান-প্রদান করে। দীর্ঘ কয়েক মাসের সুসম্পর্ক তাদের। তারা দু'জন দু'জনকে কথা দেয় একজন আরেকজনকে ছাড়া বাঁচবে না। যেমন কথা তেমন কাজ এ যুগের শিরি-ফরহাদের। একদিন বিকেলে পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী তারা তাদের মা-বাবাকে চাপ দেয় তাদের বিয়ে দেয়ার জন্য। অভিভাবকরা রাজি না হওয়ায় ইঁদুরের ওষুধ খেয়ে ইহলোক ত্যাগ করার ইচ্ছা জাগে তাদের মনে। প্রথম চেষ্টায় ব্যর্থ দু'জনে। দ্বিতীয় দফায় মেয়েটি খুন্তি দিয়ে পেটে আঘাত করে মরার চেষ্টা করে, তাতেও ব্যর্থ হয়। আর বলে, হায় খোদা! তুমি কি আমাদের মরতেও দিবে না। পরে তারা মনস্থির করে নিজেরাই বিয়ে করবে এবং এক প্রতিবেশীর বাড়িতে তাদের বিয়ে হয় আর বাসর হয় আরেক প্রতিবেশীর বাড়িতে। সকালবেলা তাদের ঘুম ভাঙে শাশুড়ি মায়ের বকা খেয়ে। নতুন জীবনের কিছুদিন যেতে না যেতেই ছেলে বলছে সে সংসার করবে না। আমাদের সমাজে এরকম ঘটনা অনেক ঘটে, এ সমস্যার সমাধান কি?

নিজাম উদ্দিন
আকানগর, সলিমগঞ্জ, বি.বাড়িয়া

দৃষ্টি আকর্ষণ

টিএন্ডটি বোর্ড এবং নাগরিক দুর্ভোগ

টেলিফোনে সমস্যা হওয়ায় কমপ্লেইন দিলাম। ৫ দিন কোনো পাত্তাই নেই সংযোগের, শেষে আর ফোনে নয়, নিজেই চলে গেলাম মিরপুর টেলিফোন অফিসে। সেখানে গিয়ে জানলাম, আমার ফোনটি গত এক সপ্তাহ ধরে অকেজো হয়ে আছে। কমপ্লেইন লিখিয়েছি, এখানো কোনো লাভ হয়নি। কারণটি কি? জবাবে এক টেলিফোন কর্মকর্তা বললেন, আপনার নাম্বারটি বলুন। বললাম। তিনি দেখলেন আমার কমপ্লেইন দেওয়াটা কি ঠিক ছিল, হ্যাঁ ঠিকই আছে। ভাই কিছু মনে করবেন না, এত লাইন ডেড হয়ে আছে যে আমাদের লোকেরা কাজ করে সারাতে পারছে না। এছাড়া আমরা যেসব আমজনতা টেলিফোন সুবিধা ভোগ করছি সেই সঙ্গে একটি বড় অসুবিধাও ভোগ করতে হচ্ছে আমাদের। টেলিফোন বিল দিতে সাধারণত নির্ধারিত সময় শেষ হয়ে গেলে ব্যাংকে জমা অফিস কপিটি টেলিফোন হেড অফিসে পৌঁছাতে সময় লেগে যায় তিন মাস, আর এই সময় গ্রাহকের বারোটা বেজে সারা। সরকারি অফিস মানেই আড্ডাস্থল, জনগণের ভোগান্তি তাদের কাছে কোনো কিছুই মনে হয় না। এসব সমস্যা সমাধানের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আর্কষণ করছি।

শামীম আহমেদ, মিরপুর-১৪, মুন্সীবাড়ি, বাসা নং-১৯৯

সংবাদপত্রের ভাবমূর্তি

অনেকেই লক্ষ্য করে থাকবেন আজকাল রাজধানীর রাস্তাঘাটে সংবাদপত্রের পরিচয়ে নামী ব্রান্ডের আধুনিক মডেলের দামী গাড়ির আনাগোনা বৃদ্ধি পাচ্ছে। খোঁজ নিলে দেখা যাবে অধিকাংশ গাড়িই সংবাদপত্র বা সাংবাদিক বহনকারী গাড়ি নয়। ধারণা করা হচ্ছে, ট্রাফিক পুলিশের কাছে গুরুত্ব পেতে বা বিশেষ সুযোগ সুবিধা নিতে একশ্রেণীর ব্যক্তিবর্গ নিজেদের গাড়িতে সংবাদপত্র বা সাংবাদিক মুদ্রিত কাগজ লাগিয়ে চলাচল করছেন। এ প্রবণতা হয়ত আইনসিদ্ধ, তবে এ গাড়িগুলো আইনশৃঙ্খলা বিরোধী তৎপরতায় ব্যবহৃত হওয়ার বিষয়টা খতিয়ে দেখার মতো। কোনো পত্রিকার মালিক পক্ষের কেউ কেউ নিজেদের গাড়িতে 'সংবাদপত্র' মুদ্রিত কাগজ লাগাতে পারেন কিন্তু প্রিন্টার্স লাইনে যাদের নাম মুদ্রিত নেই তাদের গাড়িতে 'সংবাদপত্র' লেখা কাগজ না লাগানোই ভালো। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে সংবাদপত্র মালিক ও সাংবাদিকবৃন্দকে অনুরোধ জানাচ্ছি।

আবদুল মকিম চৌধুরী
শ্যামলী, ঢাকা

সেতু ভাঙে অহরহ

ব্রিজ ভেঙে পড়া নতুন কোনো ঘটনা নয়। ঢাকা শহরের প্রাণকেন্দ্রেও ওভার ব্রিজ ভেঙেছে বার কয়েক। ব্রিজ যখন হাইওয়েতে ভাঙে তখন অবর্ণনীয় দুর্ভোগ যাত্রীদের। কত অপারেশনের রোগী বাড়িতে বসে মাথা আছড়ায়, কতো ব্যবসা লাটে ওঠে, কতো কাঁচামাল পচে গলে ভাগাড়ে স্থান করে নেয়, কতো প্রতিশ্রুতি রাস্তায় অবস্থান নেয়, আর অগুনতি মানুষের জীবন থমকে যায়। ব্রিজ ভাঙার পরবর্তী সময়গুলোতে খানিকটা লেখালেখি হয়, কথাবার্তা হয় কিন্তু পরে আবার যেই সেই। কিন্তু কেন ভাঙে ব্রিজ।

একবিংশ শতাব্দীর সচেতন আর সংবেদনশীল মানুষ বোঝে সব। যোগাযোগ আর মিডিয়া মানুষের তৃতীয় নয়ন খুলে দিয়েছে।

'অসহায় মানুষ মরিছে ডুবিয়া জানে না সন্তরণ,' নজরুলের কথার মতো আমরা সমস্যার গভীরে ডুবছি, ভুগছি অথচ উপায় খুঁজে পাচ্ছি না। কোনো কোনো সমস্যা লাল ফিতার বাঁধনে উপায়হীন অবস্থায় পড়ে থাকে বছরের পর বছর।

ধান ভানতে লম্বা শিবের গাজন গাওয়া যায় অঢেল। কিন্তু আসল কথা হলো সমাধানটা কোথায়? ব্রিজ যখন ভাঙে ভুল করে হলেও মনে মনে আমরা বুঝি বড় কোনো জালিয়াতি রয়েছে এর নির্মাণ কৌশলে। অধিক মুনাফার জন্য ঠিকাদার নিশ্চয়ই সাগর চুরি করেছে। অধিক বখরার জন্য পরিদর্শক প্রকৌশলী নিশ্চয়ই পুকুর চুরি জায়েজ করেছে। আমি কারো গীবত গাইতে চাচ্ছি না, কিছু কিছু উন্নয়নমূলক কাজের সঙ্গে জড়িত থেকে বখরার ক্রমহ্রাসমান প্রদান সম্পর্কে আমার ঢের অভিজ্ঞতা হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আমাদের পাশের দেশ থাইল্যান্ডের কথাই ধরা যেতে পারে। শহরের ভেতরের ব্যাংককের কেন্দ্রে টাওয়ার এবং প্লাতুনাম মার্কেটের দিকে যেতে ওভার ব্রিজ অথবা ব্যাংকক থেকে চিয়াংমাইয়ের দিকে যেতে ওভার ব্রিজের নির্মাণ কৌশল চোখ জুড়িয়ে দেয়। আমাদের দেশেও সমমানের প্রকৌশলী, ধনাঢ্য ঠিকাদার রয়েছেন তারপরও ব্রিজ ভাঙে, কপাল ভাঙে সখিনা, হামিদা, আইনাল হক আর শিশু মিয়াদের। শেষ কথায় বলবো, জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোতে সরকার, ঠিকাদার, প্রশাসন, প্রকৌশলী একীভূত হয়ে জনতাকে বাঁচান, কারণ জনগণের ওপর ভর করেই গড়ে উঠেছে সরকারি প্রশাসন।

ডা. মোস্তফা আব্দুর রহিম
মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

এখনই ভাবতে হবে

এখন কিছু কিছু বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ভর্তির বিজ্ঞপ্তিতে লেখা হয় 'উক্ত প্রতিষ্ঠান রাজনীতি ও ধূমপান মুক্ত'। কারণ রাজনীতির শিশু শ্রমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকেই তৈরি হয়- আর নেশার জগতে প্রবেশটা তো বাবার বা অন্য কারও ফেলে দেয়া সিগারেটের অংশ বা সিগারেটের আদলে পেন্সিল বা কলমে টান দিয়েই শুরু হয়। আমরা অনেক বাবা-মার মুখে শুনে থাকি যে, অমুকের সঙ্গে চলবে না, তমুকের সঙ্গে চলবে না। এটা করো না ওটা করো না। এরকম হাজারও না'র মধ্যে দিয়ে ছেলে-মেয়েরা না-এর জগতে প্রবেশ করে এবং না-এর নেতিবাচক দিকগুলো মনের মধ্যে গেঁথে নেয়। আমরা অ-তে অজগরের মতো ভয়ঙ্কর সাপ দিয়ে যেখানে আমাদের পড়ালেখার পালা শুরু করি, সেখানে অ-তে অমৃত আশা করি কিভাবে?

ম. শওকত আলী, জিগাতলা,
ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯

আওয়ামী লীগ এবং হরতাল

হরতাল গণতান্ত্রিক আন্দোলনে প্রতিবাদের মাধ্যম। তবে সেটা গাড়ি পোড়ানো, দোকানপাট ভাঙচুর অগ্নিসংযোগের মাধ্যমে নয়। আওয়ামী লীগ আমলে হরতালের দিন বিপুল পুলিশ, বিডিআর মোতায়েন সত্ত্বেও আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীরা মাঠে নামতো এবং তথাকথিত শান্তি মিছিল করতেন। তাদের রাজপথ দখল বজায় রাখার জন্য তৎকালীন বিরোধীদলীয় নেতা-কর্মীদের বেধড়ক পিটিয়ে রাজপথ ছাড়া করত। আওয়ামী লীগ এমপি ডা. ইকবালের নেতৃত্বে মিছিল থেকে সশস্ত্র আওয়ামী কর্মীদের গুলিতে মিছিলকারী বিরোধীদলীয় বিএনপি কর্মী নিহত হয়। কর্তব্যরত পুলিশ মারা যায়। বর্তমান মেয়র সাদেক হোসেন খোকাকে পুলিশ লাঠি মেরে মাথা ফাটিয়ে দিয়ে রক্তাক্ত করেছিল। এসব কি জনগণ ভুলে গেছে? প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বিএনপি নেতা আব্দুল মতিন চৌধুরীকে পুলিশ বেধড়ক পিটিয়েছিল শেখ হাসিনার শাসনামলে। সংসদ সদস্য নজিবুল হক বশর মাইজভান্ডারীকে রমনা থানায় বস্তাপুরে পিটিয়েছিল হাসিনা আপার পুলিশ। আজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগ প্রতিবাদ মিছিল করছে। কিন্তু শেখ হাসিনার শাসনামলে ছাত্রদল মিছিল করা তো দূরের কথা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করতেও পারত না। একবার প্রবেশ করার চেষ্টা করায় পুলিশ ধরে এনে রমনা থানার উঠানে খালি গায়ে বৈশাখ মাসের রোদে বসিয়ে রেখে অমানবিক শাস্তি দিয়েছিল যা পত্রিকাগুলোও সমালোচনা করেছিল। আমরা জানি বিএনপি'র গরু মার্কা বুদ্ধি। আওয়ামী লীগের শৃগালের বুদ্ধি। কিন্তু জনগণ বোকা নয়।

শাহাবুদ্দিন, কালুরঘাট, চট্টগ্রাম